স্মার্ট ভূমিসেবা

ভূমি মন্ত্রণালয়

স্মার্ট ভূমিসেবায় আপনাকে স্বাগতম

স্মার্ট ভূমিসেবা ২৪/৭

১৬১২২

land.gov.bd

জাতির পিতা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

স্মার্ট ভূমিসেবা

বিশেষ প্রকাশনার প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাধারণ নাগরিকের ভূমি অধিকার প্রতিষ্ঠায় বরাবরই ছিলেন সোচ্চার। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই তিনি ভূমি সংস্কারের ঐতিহাসিক উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

পরবর্তীতে ২০০৮ সালে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এবং ২০২২ সালে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' এর মূল স্বপ্নদ্রষ্টা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভূমি মন্ত্রণালয়কে সব সময় বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও বাস্তবমুখী দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

ফলে এক সময়ের গতানুগতিক ভূমি ব্যবস্থাপনা আজ ডিজিটাল থেকে রূপ নিচ্ছে 'স্মার্ট ভূমিসেবায়।'

ভূমি মন্ত্রণালয়

স্মার্ট ভূমিসেবায় আপনাকে স্বাগতম

প্রকাশকাল : মার্চ ২০২৩

সূচিপত্র...

প্রথম অংশ

সাধারণ মানুষের ভূমি অধিকার প্রতিষ্ঠায় **ঐতিহাসিক পদযাত্রা** — পৃষ্ঠা ০৩

দ্বিতীয় অংশ

ডিজিটাল ভূমিসেবার অগ্রযাত্রা — পৃষ্ঠা ০৮

তৃতীয় অংশ

স্মার্ট ভূমিসেবার **লক্ষ্য পূরণে কতিপয় উদ্যোগ** — পৃষ্ঠা ১৫

পরিশিষ্ট

ডিজিটাল ভূমিসেবার **আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্বীকৃতি** — পৃষ্ঠা ২৪

স্মার্ট ভূমিসেবা

প্রথম অংশ

সাধারণ মানুষের ভূমি অধিকার প্রতিষ্ঠায়
ঐতিহাসিক পদযাত্রা

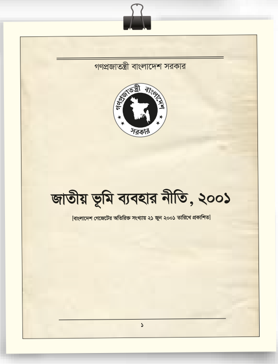

১৯৪৮

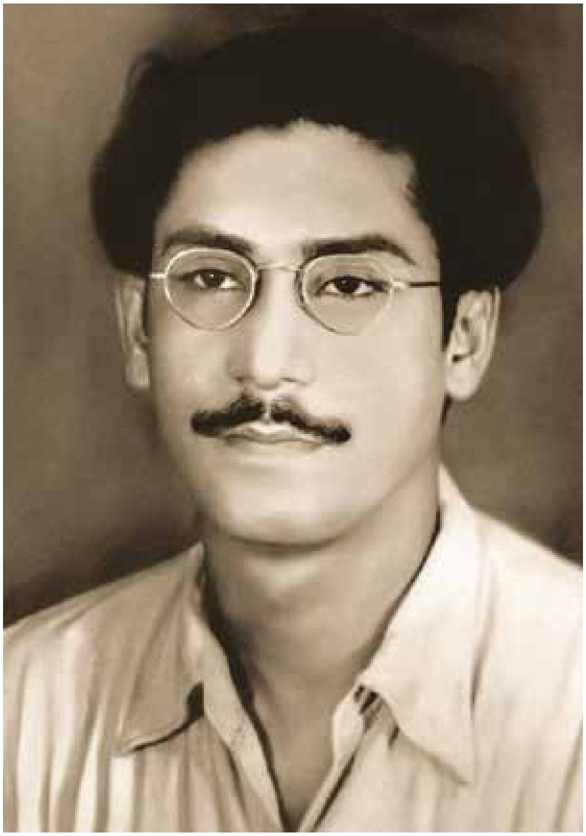

“বিনা খেসারতে জমিদারি বিলোপের ওয়াদা খেলাপ করিয়া তাঁরা জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীদিগকে পঞ্চাশ ষাট কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেয়ার ব্যবস্থা করিতেছেন। নূতন জরিপের নাম করিয়া তাঁরা জমিদারি প্রথার সম্পূর্ণ বিলোপ আট বছর স্থগিত রাখার ষড়যন্ত্র করিতেছেন।”

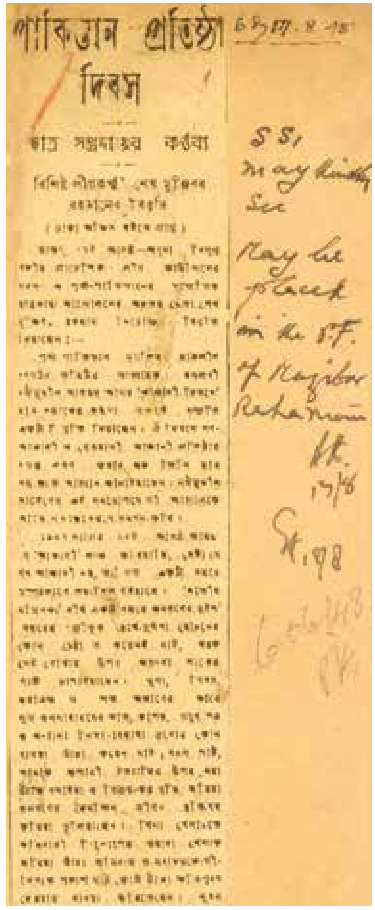

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা দিবস

ছাত্র সম্প্রদায়ের কর্তব্য

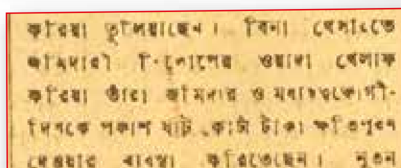

করিয়া তুলিয়াছেন। বিনা খেসারতে জমিদারী বিলোপের ওয়াদা খেলাপ করিয়া তাঁরা জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগী- দিগকে পঞ্চাশ ষাট কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করিতেছেন। নূতন

জমিদারি প্রথা বিলোপের প্রতিশ্রুতি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন না করায় পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর তীব্র সমালোচনা

১৯৫৩

মানুষের ভূমির অধিকার প্রতিষ্ঠাকে গুরুত্ব দিয়ে ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক নির্বাচনকে সামনে রেখে ১৯৫৩ সালে যুক্তফ্রন্ট ঘোষিত ২১ দফার দ্বিতীয় দফাতেই – *বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি ও খাজনা আদায়কারীদের স্বত্ব বাতিল করে, উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীন কৃষকদের মাঝে বিতরণের কর্মসূচি দিয়েছিলেন জাতির পিতা।*

১৯৭২

পূর্বদেশ

মন্ত্রিসভার প্রথম আনুষ্ঠানিক বৈঠকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত

বকেয়া খাজনা মওকুফ

বঙ্গবন্ধু ভূমি-সংক্রান্ত সকল কাজের জন্য 'ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়' গঠন করেন।

বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশে মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকের প্রথম এজেন্ডায় ২৫ বিঘা পর্যন্ত ভূমি উন্নয়ন কর মওকুফ করেন।

বঙ্গবন্ধু তৎকালীন পাকিস্তান সরকার-কর্তৃক এদেশের গরীব কৃষকের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ৬০ লক্ষ সার্টিফিকেট মামলা বাতিল করার আদেশ দেন যা তাদের সেই সময়কার প্রায় ৩৬ কোটি টাকার দায় থেকে মুক্তি দেয়।

বঙ্গবন্ধু পরিবার-প্রতি জমি মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা ৩৭৫ বিঘা থেকে কমিয়ে ১০০ বিঘা নির্ধারণ করেন।

বঙ্গবন্ধু লক্ষ্মীপুরের রামগতি উপজেলার পোড়াগাছায় নদী ভাঙ্গনের শিকার ভূমিহীন পরিবারের মাঝে খাসজমি বিতরণের মাধ্যমে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন।

দৈনিক বাংলা

পরিবার প্রতি একশ' বিঘার বেশী জমি থাকবে না : বঙ্গবন্ধু

চল কোদাল চালাই

১৯৯৭

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবার পুনর্বাসনের লক্ষ্যে 'আশ্রয়ণ প্রকল্প' গ্রহণ করেন।

২০০১

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জনবান্ধব ভূমি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২৮টি মৌলিক বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে ২১ জুন তারিখে ***'জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি, ২০০১'*** গ্রহণ করেন।

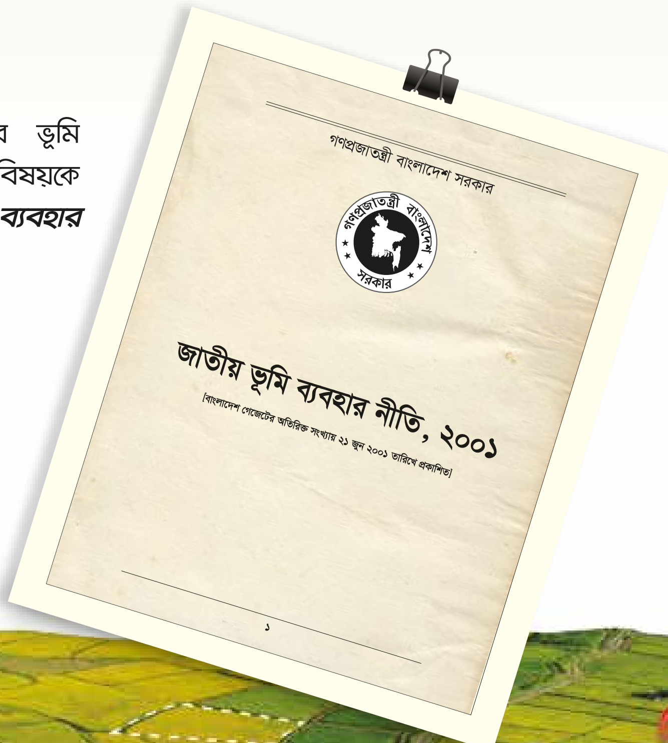
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি, ২০০১

[বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ২১ জুন ২০০১ তারিখে প্রকাশিত]

১

স্মার্ট ভূমিসেবা

দ্বিতীয় অংশ

ডিজিটাল ভূমিসেবার অগ্রযাত্রা

২০০৯

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮-এর আলোকে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' শ্লোগানের মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের পাশাপাশি ভূমি সংক্রান্ত আইন-কানুনের যুগোপযোগীকরণ কর্মসূচি গ্রহণ করেন।

২০১৪

১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৩১টি সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা জনবান্ধব ভূমি ব্যবস্থাপনায় এক মাইলফলক হিসেবে স্বীকৃত। আজকের ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা সেইসব দূরদৃষ্টিসম্পন্ন অনুশাসনের বাস্তব রূপ।

২০১৫

কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ী উপজেলার অন্তর্গত বিলুপ্ত ছিটমহল দাশিয়ারছড়ায়
বক্তব্য প্রদানকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

"এখন থেকে আর ছিটমহল বলে কিছু থাকবে না। সব ছিটমহল রাষ্ট্রের অংশ। আপনাদের আর কেউ ছিটমহলবাসী বলবে না। ছিটমহলের উন্নয়নে সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

উল্লেখ্য, ছিটমহলবাসীর স্বস্তির তাগিদে ২০১৪ সালের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী বর্তমান সরকার ছিটমহল সংক্রান্ত চুক্তি বাস্তবায়ন এবং সেখানে জরিপ কাজ সম্পাদন করে।

২০২০

"ভূমি ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। গত ১ জুলাই ২০১৯ হতে দেশব্যাপী নামজারি প্রচলিত পদ্ধতির পরিবর্তে ই-নামজারি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ফলে জনগণ ডিজিটাল পদ্ধতিতে ঘরে বসেই নামজারি করতে পারছেন। এ কাজের স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো জাতিসংঘের সর্বোচ্চ মর্যাদাপূর্ণ 'ইউনাইটেড ন্যাশনস পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড-২০২০' অর্জন করেছে। আমি ভূমিমন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়ের সকলকে এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যারা তাঁদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আশা করি সকল মন্ত্রণালয় এটা অনুসরণ করবে"

জাতিসংঘের পুরস্কার অর্জন করায় ভূমি মন্ত্রণালয়কে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অভিনন্দন

২০২১ ডিজিটাল ভূমি উন্নয়ন কর

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে ভূমি উন্নয়ন কর অনলাইন পরিশোধ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন। এই দিন থেকে নাগরিকগণ ভূমি অফিসে না এসেই ডিজিটাল উপায়ে ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করতে পারছেন। পরিশোধের সাথে সাথেই কিউআর কোড যুক্ত দাখিলা পাচ্ছেন। এনআইডি নম্বর দিয়ে একজন জমির মালিকের সকল তথ্য জানা সম্ভব হচ্ছে। ডিজিটাল হওয়ার কারণে প্রতিদিন প্রায় ৪ কোটি টাকার ভূমি উন্নয়ন কর সরকারি কোষাগারে তাৎক্ষণিকভাবে জমা হচ্ছে।

২০২১ ১৬১২২ কল সেন্টার

ভূমি মন্ত্রণালয়ের কলসেন্টার ১৬২২২-এ ফোন করে এনআইডি'র তথ্য দিয়ে এজেন্টের মাধ্যমে ভূমিসেবার আবেদন দাখিল করা এখন অনেক সহজ। এই নম্বরে ফোন করে অভিযোগও জানানো সম্ভব। শীঘ্রই রোবটিক ভয়েস বট চালু হচ্ছে। নামজারি আবেদনের অবস্থাসহ ভূমিসেবার বিষয়ে এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার রোবট যে-কোন প্রশ্নের উত্তর দিবে।

১৬১২২

এক ফোনে সকল ভূমিসেবা

২০২২ ভূমিসেবায় ডিজিটাল পেমেন্ট

তেজঁগাওস্থ ভূমিভবনে ৫ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে মাননীয় ভূমিমন্ত্রী জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এমপি ডাকযোগে ভূমিসেবা, ভূমিসেবায় ডিজিটাল পেমেন্ট এবং কল সেন্টারের মাধ্যমে ভূমিসেবার কার্যক্রম চালু করেন।

২০২২ ডাকসেবার মাধ্যমে ভূমিসেবা

ডাক বিভাগ এখন নাগরিকের ঠিকানায় খতিয়ান/ম্যাপ পৌঁছে দিচ্ছে। পৃথিবীর ১৯২টি দেশের প্রবাসীগণও তাদের নিজ নিজ ঠিকানায় এখন খতিয়ান পেতে পারেন।

২০২২ ভ্রাম্যমাণ ভূমিসেবা কেন্দ্র

১৯ মে ২০২২ তারিখে ঢাকা শহরে ভ্রাম্যমাণ ভূমিসেবা কেন্দ্র চালু করা হয়।

২০২২ কিয়স্কের মাধ্যমে খতিয়ান সেবা

পর্চা এখন কিয়স্ক থেকেও প্রিন্ট করা যাবে।

স্মার্ট ভূমিসেবা

তৃতীয় অংশ

স্মার্ট ভূমিসেবার

লক্ষ্য পূরণে কতিপয় উদ্যোগ

স্মার্ট ভূমি নকশা
সকল জমির নকশা অনলাইনে

স্মার্ট ভূমি পিডিয়া
ভূমির সকল তথ্য অনলাইনে

স্মার্ট ভূমি রেকর্ড
খতিয়ানের ধারাবাহিক ইতিহাস

রেজিস্ট্রেশন-মিউটেশন
আন্তঃসংযোগ – দলিল নিবন্ধনেই নামজারি

স্মার্ট ভূমিসেবা কেন্দ্র
উন্নত ভূমিসেবা এক ঠিকানায়

স্মার্ট নামজারি

স্মার্ট ভূমি উন্নয়ন কর

২০২৩

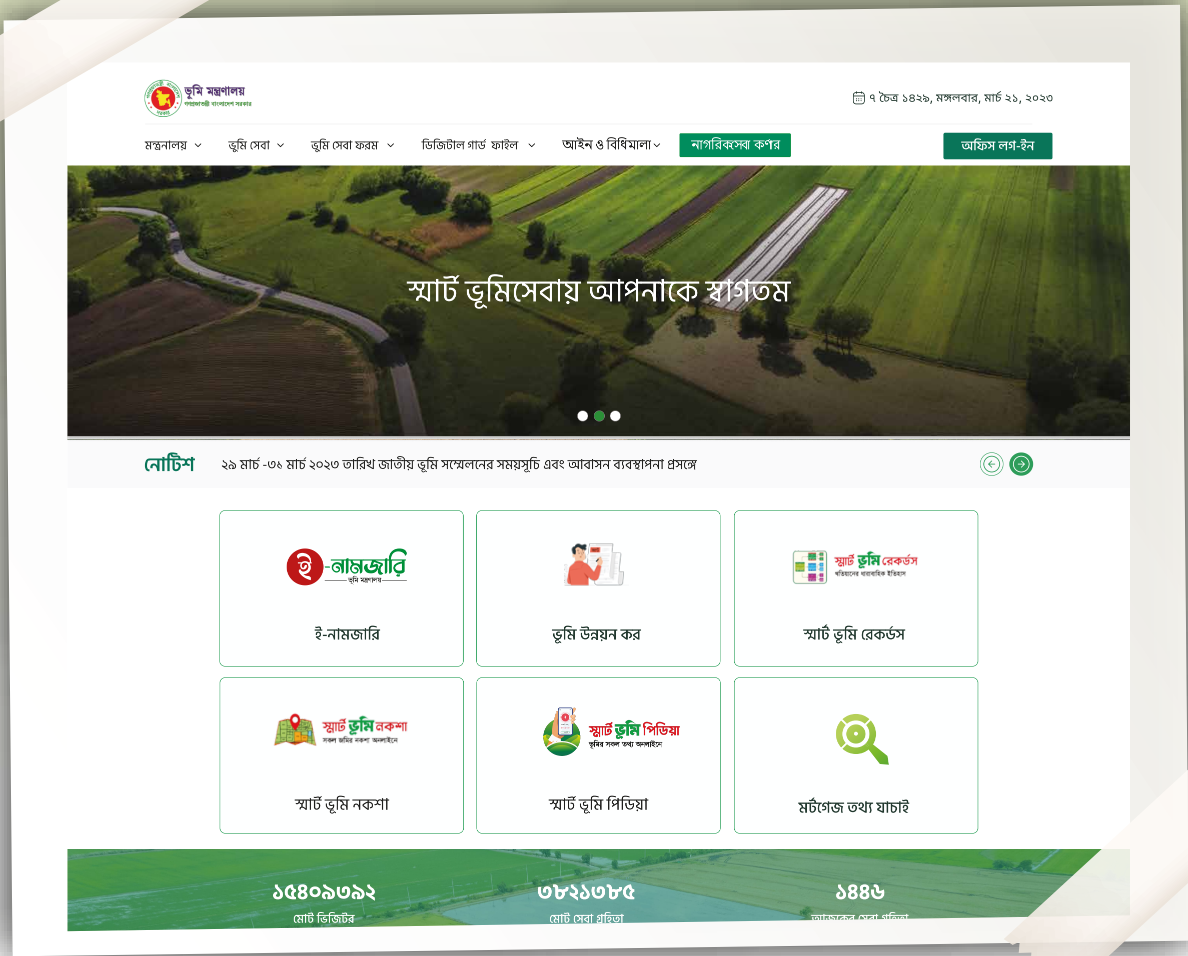

'ডিজিটাল বাংলাদেশ' ও 'স্মার্ট বাংলাদেশ' এর মূল স্বপ্নদ্রষ্টা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভূমি মন্ত্রণালয়কে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও বাস্তবমুখী দিক-নির্দেশনা প্রদান করছেন। ফলে এক সময়ের গতানুগতিক ভূমি ব্যবস্থাপনা আজ ডিজিটাল থেকে রূপ নিচ্ছে স্মার্ট ভূমিসেবায়।

২০২৩

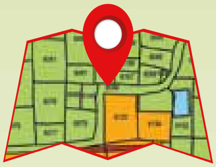

স্মার্ট ভূমি নকশা

সকল জমির নকশা অনলাইনে

স্মার্ট নকশায় যা থাকবে

- ম্যাপ ডিজিটাইজেশন
- ম্যাপের সাথে মালিকানার সংযোগ
- ম্যাপকে হালনাগাদ করার অপশন

২০২৬ সালের লক্ষ্য

- সমগ্র বাংলাদেশের ১,৩৮,৪১২ মৌজা ম্যাপ শীট ডিজিটাইজেশন
- ম্যাপের উপর গ্রীষ্ম ও বর্ষা মৌসুমের স্যাটেলাইট ইমেজ বসিয়ে প্লটভিত্তিক জমির শ্রেণির ডাটাবেইজ তৈরি
- ডিজিটাল মৌজা ম্যাপ ই-নামজারি সিস্টেমের সাথে সংযুক্তকরণ
- নামজারির সাথে-সাথে ডিজিটাল ম্যাপ ও খতিয়ানের স্বয়ংক্রিয় সংশোধন
- অ্যাপ থেকে জমির দৈর্ঘ্য-প্রস্থ, স্থানাংক ও প্রকৃত অবস্থান জানার সুযোগ

২০২৩

রেজিস্ট্রেশন-মিউটেশন আন্তঃসংযোগ — দলিল নিবন্ধনেই ই-নামজারি

ই-রেজিস্ট্রেশন

১৭ টি পাইলটিং উপজেলা ভূমি অফিস এবং সংশ্লিষ্ট সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের মধ্যে এ আন্তঃসংযোগ দেশব্যাপী বিস্তৃত করা হবে

ই-মিউটেশন

ডাটা-শেয়ারিং-এর কারণে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নামজারি ফরমে দলিলের তথ্য অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে

কার্যক্রম

০১
সাব-রেজিস্ট্রারগণ জমি রেজিস্ট্রেশনের পূর্বে 'স্মার্ট ভূমি রেকর্ড' সিস্টেম থেকে জমির মালিকানা যাচাই করবেন

০২
সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে ডিজিটাল পদ্ধতিতে দলিল রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হবে

০৩
দলিল রেজিস্ট্রেশনের সাথে সাথেই দলিল গ্রহীতা ৭০ টাকা নামজারি ফি পরিশোধের এসএমএস ও ভয়েস মেসেজ পাবেন

০৪
দলিল গ্রহীতা ৭০ টাকা ফি পরিশোধ করলে সহকারী কমিশনার (ভূমি) দলিল ও বিক্রীত জমির তথ্য ই-নামজারি সিস্টেমে প্রাপ্ত হয়ে আবেদন কার্যক্রম শুরু করবেন

২০২৬ সালের লক্ষ্য

০১
জমির শ্রেণি পরিবর্তন এবং জাল খতিয়ানের মাধ্যমে দলিল নিবন্ধন বন্ধকরণ

০২
ব্যাংক/ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট বন্ধকী জমি অন্যত্র বিক্রি রোধকরণ

০৩
সরকারি রাজস্ব ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা হ্রাস

০৪
একই সম্পত্তি প্রতারণা করে বার-বার বিক্রি বন্ধকরণ

২০২৩

স্মার্ট ভূমি পিডিয়া

ভূমির সকল তথ্য অনলাইনে

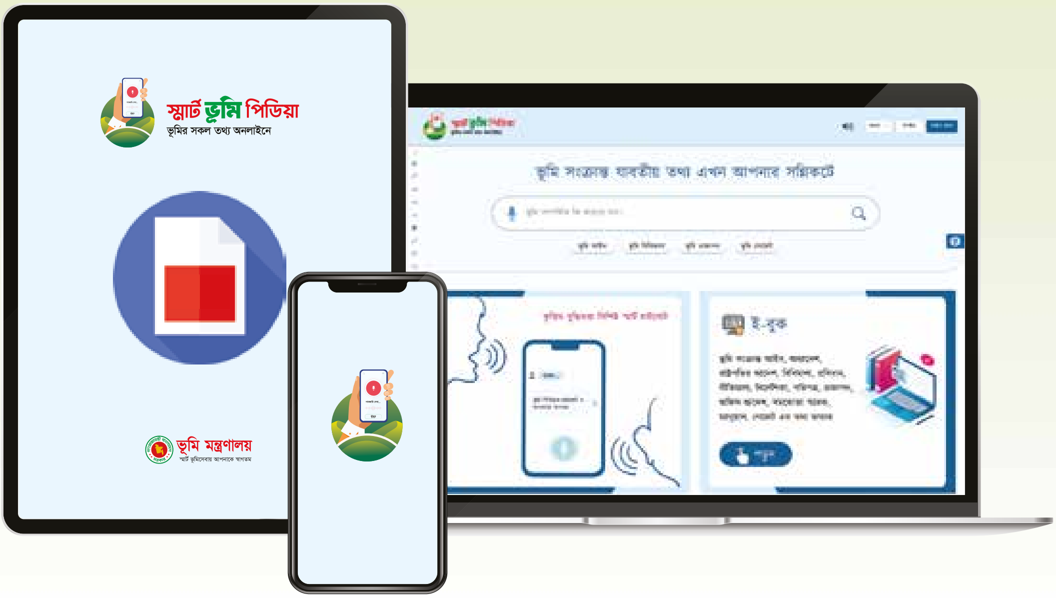

০১

ভূমি বিষয়ক সকল সেবা ও আইনী তথ্য

০২

ভয়েস ও টাইপিং - উভয়ের সমন্বয়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাযুক্ত চ্যাটবট তাৎক্ষণিক তথ্য দিবে

০৩

বিভিন্ন জ্ঞান-উৎস হতে প্রতিনিয়ত জ্ঞান আহরণের মাধ্যমে স্মার্ট ভূমি পিডিয়া পরিণত হচ্ছে ভার্চুয়াল অ্যাডভাইজার-এ

০৪

বাংলা বা ইংরেজি ভাষায় তথ্য খোঁজার সুযোগ

২০২৩

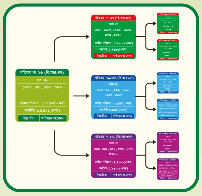

স্মার্ট ভূমি রেকর্ড

খতিয়ানের ধারাবাহিক ইতিহাস

সনাতন খতিয়ান

সনাতন ম্যাপ

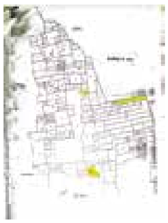

স্মার্ট খতিয়ান

স্মার্ট ম্যাপ

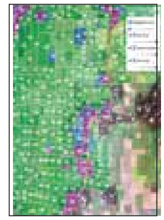

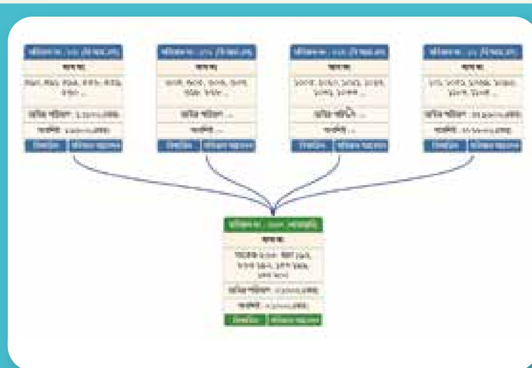

২০২৬ সালের লক্ষ্য

০১ একটি খতিয়ানে সকল জরিপ ও নামজারির তথ্য জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

০২ একটি জমি কতবার ভাগ হয়েছে, কত অংশ অবশিষ্ট আছে তা জানা যাবে।

০৩ জমি নামজারির সাথে-সাথেই নতুন খতিয়ানের ইতিহাস প্রদর্শিত হবে।

০৪ অন্যায়ভাবে অন্যের জমি দখল করার সুযোগ রহিত হবে।

০৫ স্বল্প সময়ে মামলা নিষ্পত্তি করে প্রকৃত মালিকানা নির্ধারণ করা যাবে।

২০২৩

স্মার্ট ভূমিসেবা কেন্দ্র

উন্নত ভূমিসেবা এক ঠিকানায়

নাগরিকগণকে তাৎক্ষণিক ভূমিসেবা প্রদান করার লক্ষ্যে প্রথাগত পদ্ধতির পাশাপাশি ঢাকার তেজগাঁওস্থ ভূমি-ভবনে পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়েছে স্মার্ট ভূমিসেবা কেন্দ্র

২০২৩ স্মার্ট নামজারি

জমির মালিক এখন ঘরে বসেই হয়রানি ছাড়াই অনলাইনে নামজারি করতে পারছেন। বর্তমানে প্রতিমাসে প্রায় ২ লক্ষাধিক নামজারি নিষ্পত্তি হচ্ছে। ১ অক্টোবর ২০২২ থেকে নামজারি হয়েছে পুরোপুরি ক্যাশলেস। ডিসিআর হচ্ছে কিউআর কোড ভিত্তিক। বিভিন্ন সিস্টেমের সাথে শীঘ্রই নামজারি সিস্টেমের আন্তঃসংযোগ হচ্ছে।

২০২৪ ম্যাপ ও খতিয়ানের অটো-কারেকশন

ডিজিটাল মৌজা ম্যাপ ই-মিউটেশন সিস্টেমের সাথে একীভূত করা হচ্ছে। মিউটেশনের পরে, ডিজিটাল মানচিত্র এবং খতিয়ান স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট হবে এবং হোল্ডিং নম্বরের সাথে ভূমি উন্নয়ন করও নির্ধারিত হবে।

২০২৬

স্মার্ট ভূমিসেবা : লক্ষ্য ২০২৬

ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা

01 সিংগেল প্লাটফর্ম ও সিংগেল এ্যাপস

02 ভূমি অফিসে খুব কম ক্ষেত্রেই আসার প্রয়োজন হবে

03 ভূমি দস্যুতা হবে প্রায় শূন্য

04 জমি ক্রয়ের সাথে সাথে ভূমির মালিকানা সনদ

05 বাংলাদেশ ডিজিটাল জরিপ হবে সর্বশেষ জরিপ কার্যক্রম

06 সীমানা বিরোধ হবে প্রায় শূন্য

স্মার্ট ভূমিসেবা

পরিশিষ্ট

ডিজিটাল ভূমিসেবার
আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্বীকৃতি

২০২০

ই-নামজারির মাধ্যমে জনসেবায় বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মানসূচক

জাতিসংঘ পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড ২০২০

জাতিসংঘ পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড ২০২০

২০২২

ডিজিটাল ভূমি উন্নয়ন কর কার্যক্রমের মাধ্যমে জনসেবায় বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তথ্য-প্রযুক্তি খাতে বিশ্বের সবচেয়ে সম্মানজনক **WSIS পুরস্কার ২০২২**

জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা **ITU** এর মহাসচিবের নিকট থেকে মাননীয় ভূমিমন্ত্রী জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী এম.পি'র **WSIS** পুরস্কার গ্রহণ

WSIS
পুরস্কার ২০২২

২০২২

বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক ২০২২

‘ভূমি তথ্য ব্যাংক’-এর জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় সংস্কার ক্যাটাগরিতে জনপ্রশাসন পদক ২০২২ অর্জন করে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে ভূমি সচিব জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান এ পদক গ্রহণ করেন।

বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক ২০২২

২০২২

ডিজিটাল বাংলাদেশ অ্যাওয়ার্ড

‘অনলাইন ভূমি উন্নয়ন কর’ কার্যক্রমের মাধ্যমে জনসেবায় বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ভূমি মন্ত্রণালয় ডিজিটাল বাংলাদেশ ২০২২ অ্যাওয়ার্ড অর্জন করে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ অ্যাওয়ার্ড ২০২২

২০২৬ সাল নাগাদ আমাদের লক্ষ্য:

“জমি ক্রয়ের সাথে-সাথেই মিলবে মালিকানা সনদ।
সীমানা বিরোধ ও ভূমিদস্যুতা আসবে প্রায় শূন্যে।
খুব কম ক্ষেত্রেই নাগরিকগণ ভূমি অফিসে যাবে।
জরিপ হবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে।
একটি প্ল্যাটফরমেই পাওয়া যাবে ভূমি-সংক্রান্ত সকল সেবা।”